দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...১...

ভুঁইফোঁড় এনজিওর কবলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

অতিমাত্রায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিওদের উপর নির্ভর করার ফলে প্রায় এক যুগ ধরে বাস্তবায়ন হওয়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি প্রকল্প থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যায়নি। সাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন করার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২' বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক নেই এমন ভূঁইফোড় স্থানীয় কিছু এনজিওর মাধ্যমে কাজ করা হয়। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে অনেক এনজিও ব্যর্থ হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায় প্রতিবেদনে এমন বিষয় উঠে এসেছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকল্পের বেইসলাইন জরিপ এনজিও দিয়ে করানোর ফলে শুধু অর্থের অপচয় হয়েছে।

দেশের নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে যার মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১, ২ ও ৩ কার্যক্রম অন্যতম। প্রকল্পটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করা হয়। যা টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট (টিএলএম) নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে নব্য সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কিছুদিনের মধ্যেই সাক্ষরতার মান ধরে রাখা এবং নতুন কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে তাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে আরো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় ২৯টি জেলায় ২১০টি উপজেলায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ গ্রহণ করা হয়। ৫৭৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই ২০০২ সাল হতে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য ছিল মানব উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা, কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

আইএমইডির প্রতিবেদনটি তৈরি করতে ব্যক্তি পরামর্শক হিসাবে কাজ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানউল্লাহ। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে গুরুতর কিছু অনিয়ম পাওয়া গেছে।

শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন এনজিও কাজ পেয়েছে টাকার বিনিময়ে

একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, অর্থের বিনিময়ে অসদুপায়ে এনজিওদের কাজ দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক নেই এমন ভূঁইফোড় এনজিও নির্বাচন করা হয়। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে অনেক এনজিও ব্যর্থ হয়। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট উপজেলায় আয়বর্ধন কার্যক্রম চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ২৯টি জেলায় মোট ২১০টি বেইসলাইন সার্ভে করার কথা থাকলেও ৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৯৩ টি উপজেলায় বেইসলাইন সার্ভে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি কোনো ভিত্তিমূলক জরিপ ছিল না। শুধু উপকারভোগীদের একটি 'লিস্টিং' করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে অর্থের অপচয় হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমীক্ষার ফলাফলে উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্র ৩৩ ভাগ উপকারভোগী বলেছেন যে, প্রকল্প থেকে অর্জিত প্রশিক্ষণ তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করেছে। ৬০ ভাগ উপকারভোগী বলেছেন যে, এ প্রশিক্ষণ চাহিদা মাফিক না হওয়ায় এটি তাদের জীবনমান পরিবর্তনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হিসেবে শতকরা ৮০ ভাগ উপকারভোগী অর্থের অভাবকে দায়ী করেছেন। ৭৮ শতাংশ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান না করা এবং ৬০ ভাগ সহযোগিতার অভাবকে দায়ী করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা ছিল জেলাভিত্তিক ২৯টি এনজিও নির্বাচন করার ফলে অভিজ্ঞ নয় এমন অনেক এনজিও নির্বাচন করা হয়েছিল। ফলে অনেক জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জন পুরোটাই এনজিওদের প্রতিশ্রুতি, দক্ষতা ও আন্তরিকতার উপরে নির্ভর ছিল বিধায় কিছু কিছু এনজিও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল না। অন্যের জমিতে মাত্র ৪-৫ হাজার টাকায় কেন্দ্র ঘরটি স্থাপন করার ফলে কেন্দ্রগুলো মানসম্পন্ন ও টেকসই ছিল না। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবায়ন কৌশল যথাযথ এবং সঠিক না হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে প্রকল্পের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই করা সম্ভব হয়নি।

সার্বিক বিষয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাসুদেব গাঙ্গুলী ইত্তেফাককে বলেন, এই প্রকল্পটি অনেক আগে শেষ হয়েছে। এর ধারাবাহিকতাও নেই। তবে সারাদেশে সাক্ষরতার হার বাড়াতে নতুন করে দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য ১৩৭টি উপজেলায় ১৩৭টি এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে।